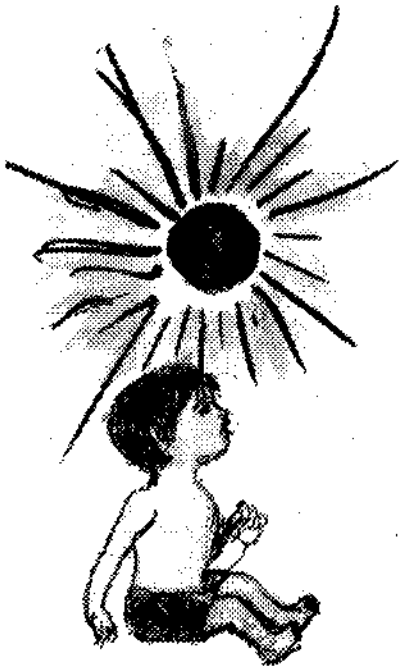

ঋতু

গ্রীষ্মকালে গরম বেজায়
ঘামে গা চট্‌চট্‌,
বর্ষাকালে জলে কাদায়
সবকিছু লট্‌পট্‌,
শরৎকালে দুর্গা পূজা
সাদা মেঘের খেলা,
হেমন্ত দেয় হিমের পরশ
আলোদীপের মালা ।
শীতের হাওয়ায় হাড় যে কাঁপায়
লেপ কম্বল মুড়ি,
বসন্তে ভাই রঙের বাহার
ফুলেরই ফুলঝুরি ।।

জেনে রাখো ঃ

হিম — নরম (হাল্কা) বরফ

পরশ — স্পর্শ, ছোঁওয়া

আলোদীপ — দীপাবলী

বাহার — শোভা

কাব্য পরিচয় ঃ

বাংলায় বিভিন্ন ঋতুর আসা-যাওয়া যেমন ভাবে নজরে পড়ে, তেমনটি আর কোথাও নয় । ছয়টি ঋতু বারটি মাসের মধ্যে তাদের জায়গা করে নেয় । প্রচণ্ড গরম নিয়ে গ্রীষ্ম ঋতুর আনা গোনা । বর্ষা ঋতুতে বৃষ্টির জলে, কাদায় নাজেহাল অবস্থা । এইসব দুর্গতির পরেই আসে মন ভালো করা শরৎকাল — উৎসবের সময় দুর্গাপূজা । হেমন্ত নিয়ে আসে দীপাবলীর আর শীতের আসার খবর । শীত ঋতুতে ছেলে বুড়ো সবাই ঠাণ্ডায় কাতর । সবশেষে আসে বসন্ত । ফুলে ফলে রঙের বাহার প্রকৃতির সাজসজ্জা সম্পূর্ণ হয় ।

পাঠবোধ ঃ

1. **বাঁ পাশের শব্দের সঙ্গে ডান পাশের উপযুক্ত বাক্যাংশ মিলিয়ে শুদ্ধ বাক্য গঠন করো ঃ**

গ্রীষ্মকালে — দুর্গাপূজা হয়

বর্ষাকালে — ঠান্ডা লাগে

শরৎকালে — গরম লাগে

শীতকালে — কাদা হয়

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

2. গ্রীষ্মকালে গরম লাগলে শরীরের অবস্থা কী হয় ?
3. রাস্তাঘাট জলে কাদায় লট্‌পট্‌ করে কোন কালে ?
4. দুর্গাপূজা কোন কালে হয় ?
5. শরৎকালে মেঘের রঙ কেমন হয় ?
6. শরীরে লেপ কম্বল জড়াতে হয় কোন কালে ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

7. হেমন্ত কালের বিশেষত্ব কী ?

8. বসন্তকালে প্রকৃতির রূপ কেমন হয় ?

9. বিপরীত অর্থের শব্দ বেছে নিয়ে লেখো ঃ

গরম

জল

সাদা

আলো

ভাই

স্থল,	কালো
বোন,	ঠান্ডা
অন্ধকার	

10. নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করো ঃ

বর্ষাকাল

দুর্গাপূজা

মেঘ

খেলা

রঙ

11. কবিতাটি আবৃত্তি করো ঃ

পাঠ সংকেত ঃ

বাংলায় ঋতু ছয় প্রকার । বছরের বারোটি মাসকে নিয়ে এই ছয়টি ঋতু —

গ্রীষ্ম — বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ

বর্ষা — আষাঢ়, শ্রাবণ

শরৎ — ভাদ্র, আশ্বিন

হেমন্ত — কার্তিক, অগ্রহায়ণ

শীত — পৌষ, মাঘ

বসন্ত — ফাল্গুন, চৈত্র ।